আইডিএফ পরিক্রমা

বর্ষ-২৪, সংখ্যা-২ ইস্যু-৪৫, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২২

সূচিপত্র

প্রবন্ধ

- "দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সচল রাখার স্বার্থেই ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজ করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন" ২-৩
- কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ৪-৬
- বিবিধ সংবাদ ৭
- স্বাস্থ্য সংবাদ ৮

প্রচ্ছদ কাহিনী

- হালদা নদী সংবাদ ৯-১০
- সমৃদ্ধি ও প্রবীণ ১১
- কৈশোর কর্মসূচি ১২
- সেমিনার/স্মারক ১৩

পুস্তক সংবাদ

- কাওসার আলম ভূঁইয়ার বই "পাহাড়ীদের উন্নয়নে আইডিএফ" ১৪-১৫
- এক নজরে আইডিএফ এর কিছু কার্যক্রম ১৬

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা : এ. কে. ফজলুল বারি
সম্পাদক : জহিরুল আলম
সদস্য : শামীম উদ দোহা
শাম্মী মার্জিয়া
সম্পা সাহা
মৌসুমী চাকমা
মোঃ খালেদ হোসেন

"দুর্গম পাহাড়ী জনপদে ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনের সংগ্রামে আমরা অবিচল"

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন

"দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখার স্বার্থেই ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজ করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন"

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে বিশ্বের মত আমাদের অবস্থাও টালমাটাল। ১৯-১১-২০২১ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে কোভিড এ মারা গেছে ২৭ হাজার ৯২৬ জন মানুষ। এ ভাইরাসের ছোবলে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে মৃত্যুর মিছিল, আক্রান্তের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে বানের জলের মতো। করোনা ভাইরাস শুধু যে মৃত্যু ডেকে এনেছে তা নয়, দেশের অর্থনীতির চাকাকেও রুদ্ধ, স্থবির করে দিচ্ছে। এর প্রভাব জনজীবন ও উৎপাদন প্রক্রিয়াতে বিদ্যমান। করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে রাষ্ট্র নানা ধরনের উদ্যোগও গ্রহণ করছে। এর মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থা বা লকডাউন অন্যতম। দুই মাসের বেশি সাধারণ ছুটির সময় অবরুদ্ধ অবস্থা কার্যকর ছিল। অফিস-আদালত থেকে শুরু করে শিল্প-কারখানা ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। এতে দেশের অর্থনীতি মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। লাখ লাখ শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ে।

লকডাউন চলাকালীন সাধারণ ছুটির মধ্যে এক মাস জরুরি সেবা ছাড়া প্রায় সবকিছুই বন্ধ ছিল। গত দুই মাসে বেকার হয়ে গেছেন কয়েক লাখ শ্রমজীবী মানুষ। রফতানি আয় ও বৈদেশিক রেমিট্যান্সের পরিমাণ অনেক কমেছে। দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যও বন্ধ প্রায়। কিছু দোকানপাট ও হাট-বাজার ছাড়া কার্যত সব বন্ধ ছিল। বিশ্বব্যাংক বলছে, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ২ থেকে ৩ শতাংশে নেমে আসবে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এডিবি বলছে, করোনার কারণে বাংলাদেশের জিডিপির শূন্য দশমিক ২ থেকে শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ ক্ষতি হতে পারে। এডিবি আরও বলেছে, বাংলাদেশে করোনা পরিস্থিতির কারণে ১৪ থেকে ৩৭ লাখ মানুষ বেকার হতে পারে। অর্থনৈতিক ক্ষতি হতে পারে ১৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি। আইএমএফ বলছে, ২০২০ সালে প্রবৃদ্ধি ২ শতাংশে নেমে আসবে। করোনার প্রভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়বে। উৎপাদন খাত, বিশেষ করে রফতানিমুখী তৈরি পোশাকের চাহিদা বিশ্বব্যাপী কমে যাবে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ উৎপাদন খাতের পণ্যের চাহিদাও কমবে, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ঝুঁকি তৈরি করবে। এতে নগর দারিদ্র্য বাড়বে। আবার পল্লী এলাকায় গরিবের সংখ্যাও বাড়বে। এমন অবস্থায় কোভিড-১৯-এর ঝুঁকি কমানো এবং আর্থিক খাতের ভঙ্গুরতার ঝুঁকি কমাতে অর্থনীতিতে মধ্যমেয়াদী পুনরুদ্ধার কর্মসূচি নেয়ার সুপারিশ করেছে বিশ্বব্যাংক।

তাদের এসব মূল্যায়নের আলোকে দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সরকারের উচিত একটা রোডম্যাপ আঁকা। সেক্ষেত্রে প্রথমেই নজর দিতে হবে কৃষি অর্থনীতি এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে স্বাভাবিক রাখা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি করার ওপর। দেশের কৃষি খাতের, বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদনসহ কৃষি উন্নয়নের ব্যাপক উন্নতি হওয়ার কারণেই দেশ আজ দারিদ্র্য কমাতে পারছে। তৎকালীন পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের জনসংখ্যা মাত্র ৪ কোটি হলেও প্রায় ২ কোটি মানুষকেই অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাতে হতো। স্বাধীনতার পরও বেশ ক'বছর মানুষ কঠিন দারিদ্র্যের শিকার ছিল। স্বাধীনতার পরও দেশে অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এর মূল কারণ ছিল খাদ্য সংকট। পরবর্তী সময়ে দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলতে থাকে, অর্জিত হয় সাফল্য। ফলে একই পরিমাণ জমিতে অধিক ফসল-একাধিক ফসল উৎপাদন হওয়ায় বাংলাদেশ খাদ্য সংকট মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে। বলা যায়, বাংলাদেশ এখন খাদ্যের দিক দিয়ে অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ। এটি বাংলাদেশের জন্য বিশাল সাফল্য।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে প্রায় ৫০ বছর। সে হিসেবে দেশের অর্থনীতি যতটা শক্ত-সামর্থ্য থাকার কথা ছিল, তা হয়নি। তবে আশার কথা, গত দু'দশকে দেশের অর্থনীতিতে একটি বিপ্লব হয়েছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দরিদ্র অর্থনীতির উত্তরণ ঘটিয়ে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। এ উন্নয়নের পেছনে গার্মেন্টস ও বৈদেশিক রেমিট্যান্সের পাশাপাশি যে খাতটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে, তা হচ্ছে ক্ষুদ্রঋণ। বিভিন্ন তথ্য উৎস থেকে জানা যায় যে, দেশব্যাপী প্রায় শতাধিক প্রতিষ্ঠান দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে প্রায় ৩ কোটি দরিদ্র, হতদরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষকে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকারও বেশি ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করেছে। এ ক্ষুদ্র ঋণপ্রাপ্ত পরিবারগুলো উৎপাদন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম যেমন হাঁস-মুরগির ফার্ম, ডেইরি ফার্ম, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, সবজি বাগান, মাছ চাষ, দোকান ইত্যাদি ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করে নিজেরাও যেমন স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে, তেমনই দেশজ উৎপাদনেও সহায়কশক্তি হিসেবে কাজ হয়েছে। ফলে যেসব পরিবার দরিদ্র ও হতদরিদ্র ছিল তাদের এক বিশাল অংশেরই দারিদ্র্য নিরসন হয়েছে। আত্মকর্মসংস্থানের পাশাপাশি কেউ কেউ অন্যদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তি ও মহাজনী ঋণগ্রস্থ হাত স্বাবলম্বী কর্মীর হাতে পরিণত হয়েছে।

এভাবেই দেশজ উৎপাদন ও দারিদ্র্যের হার কমে যাওয়ায় জাতীয় অর্থনীতিতে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের কাতার ছেড়ে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকেই বিভিন্ন এনজিও মানুষের মধ্যে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীদের আত্মকর্মসংস্থান ও নারী-পুরুষ বৈষম্য অবসানের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৭৬ এর প্রথমদিকে বাংলাদেশ সরকার ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে প্রায়োগিক গবেষণা শুরু করে। ১৯৭৬ সালের মাঝামাঝি ক্ষুদ্রঋণ (গ্রামীণ ব্যাংক মডেল) নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায়োগিক গবেষণা শুরু করেন শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস। ১৯৭৮ সনের দিকে গ্রামীণ মডেল টাঙ্গাইলে ও সরকারের মডেল কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও বগুড়ার অনেক এলাকায় সম্প্রসারণ করা হয়। ১৯৮৩ সনে বাংলাদেশে সরকার একটি অর্ডিন্যান্স এর

মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে। সেই থেকে দেশের অন্যান্য এনজিওগুলো এবং কিছু কিছু নতুন এনজিও নিবন্ধন নিয়ে ক্ষুদ্রঋণের সূচনা করে। এতে করে ব্যাংকের ঋণ বঞ্চিত বিপুলসংখ্যক দরিদ্র মানুষ, বিশেষ করে নারীরা বিভিন্ন সংস্থা থেকে ক্ষুদ্রঋণ নেয়ার সুযোগ পায়। বিভিন্ন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আইডিএফ অন্যতম। প্রতিষ্ঠানটি পিছিয়ে পড়া পাহাড়ী জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ শুরু করলেও দেশের ২২টি জেলায় বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আইডিএফ এর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ১৯৯৩ সালে বান্দরবান জেলার সুয়ালক থেকে শুরু হয়। শুরু হতে ৩০ শে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ৫৭৬৭৫০ জনকে ৩৩,৯৭.৫৪ কোটি টাকা ঋণ সেবা প্রদান করে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। যার মধ্যে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় ৮,৫০৯ জনের মধ্যে ২৯.৪৩ কোটি টাকা সরকার ঘোষিত বিশেষ প্রণোদনা ঋণ সেবা প্রদান করেছে। এ ঋণে দরিদ্র জনগণ হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু ও মাছ চাষসহ সবজি উৎপাদন করে নিজেরাই শুধু স্বাবলম্বী হয়নি, দেশের জাতীয় উৎপাদনেও নিজেদের অর্থনৈতিক শক্তিকে যুক্ত করেছে।

উল্লেখ্য, দেশের সব মানুষের, বিশেষ করে গ্রাম পর্যায়ে হাতের কাছে ব্যাংক না থাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ কম। ১০ টাকায় খোলা হিসাবগুলো লেনদেনের অভাবে প্রায়ই অকার্যকর হয়ে পড়েছে। ২০১৮ সালে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে, দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ৫০ শতাংশের ব্যাংক হিসাব রয়েছে। কিন্তু গ্রাম পর্যায়ে এ হার ২৫ শতাংশের ওপরে নয়। নারীদের ক্ষেত্রে এ হার আরও কম। ২১ দশমিক ২ শতাংশ জনগণ মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত। ৯ দশমিক ৯ শতাংশ মানুষের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয় রয়েছে এবং ঋণ রয়েছে ৯ দশমিক ১ শতাংশ ব্যক্তির। ব্যাংকগুলোর গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত নেটওয়ার্ক না থাকায় দেশের এক বিশাল জনগোষ্ঠী ব্যাংকের সঞ্চয় ও ঋণ সেবা থেকে বঞ্চিত। সেক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

এটি বাস্তব সত্য যে, এমএফআই খাতের দেড় লাখ কোটি টাকার ক্ষুদ্র ঋণে প্রায় ৩ কোটিরও অধিক পরিবার ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে। তারা শুধু আর্থিকভাবেই দারিদ্র্য দূর করেনি, তারা এখন সামাজিক সচেতনতার বেষ্টনীতেও অবস্থান করছে। তারা পরিবারের স্বাস্থ্য, সন্তানের শিক্ষা, নিরাপদ পানি ও শৌচাগার ব্যবহারে সচেতন হয়েছে। নিজেরা সামাজিকভাবে মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। সর্বোপরি আর্থিক সচ্ছলতা তাদের 'মানুষ' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ এনে দিয়েছে এবং সবই সম্ভব হয়েছে ক্ষুদ্রঋণ সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে। এভাবেই বিশ্বকে অবাক করে দিয়ে বাংলাদেশ ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু করোনার আঘাতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা লন্ডভন্ড হয়ে পড়ায় এ বছর এবং পরবর্তী কয়েক বছর এ ধকল সামলাতে হবে।

এক সময় বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর অর্থনীতির দেশ হলেও এখন এর বেশ পরিবর্তন ঘটেছে। শিল্পায়নের ফলে কৃষিনির্ভরতা অনেক কমলেও দেশের বার্ষিক জিডিপিতে এখনও এ খাতের অবদান প্রায় ১৩ দশমিক ৫০ শতাংশ। এ খাতে দেশের প্রায় ৪০ দশমিক ৫০ শতাংশ জনগণ সম্পৃক্ত। তবে এ কৃষকের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়। প্রয়োজনীয় সার-বীজ-কীটনাশক ব্যবহার না করতে পারায় ফসল উৎপাদনের পরিমাণ উৎপাদন পর্যায়ের চেয়ে ২৫ শতাংশ কম হয়। অনেক কৃষককেই এজন্য মহাজনের কাছ থেকে টাকা ঋণ নিয়ে উৎপাদিত পণ্য বন্ধক দিতে বাধ্য হতে হতো। এ কৃষক শ্রেণিকে ব্যাংক ও এমএফআই খাত ঋণ সহায়তা প্রদান করায় এ অবস্থা থেকে তাদের বেশ উত্তরণ ঘটেছে এবং দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। নিকট অতীতেও দেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪০ শতাংশের ওপরে। বর্তমানে এ হার নেমে এসেছে ২০ দশমিক ৪০ শতাংশে।

কিন্তু করোনার আঘাতে দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় দারিদ্র্যের হার আবারও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। একটি বেসরকারি গবেষণা সংস্থা জানিয়েছে, এ হার এ বছর প্রায় ২৫ শতাংশে পৌঁছার আশঙ্কা রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের এক মতামত জরিপে উঠে এসেছে, করোনা সংকটে জেলা পর্যায়ে কাজ করা ৯০ শতাংশ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) সম্পদের অপ্রতুলতা আছে। এসব সংস্থা আর্থিক সংকটে পড়েছে। বিভিন্ন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, ৫৪ শতাংশ এনজিও'র নিজস্ব উপার্জনের উৎস আছে। এ উপার্জনের ৫০ শতাংশই আসে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম থেকে। অধিকাংশ এনজিও জানিয়েছে যে, কোভিড এর কারণে তারা আর্থিক সংকটসহ নানা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, জাতীয় যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুহূর্তে দেশের অন্যান্য আর্থিক খাতের মতো এমএফআই ও এনজিও সেক্টরও দুর্যোগ মোকাবেলায় অর্থসহ নানা সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করে থাকে, কোভিড মহামারিতেও তা লক্ষ্য করা যায়।

তাই বলা যায় যে, এমএফআই ও এনজিও সেক্টর জাতীয় উন্নয়নের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক শৃঙ্খলা, বিকাশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। সেহেতু জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করার স্বার্থেই ব্যাংকিং সেক্টরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও কাজ করার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা এবং নিশ্চয়তা প্রদান করা প্রয়োজন। কারণ, এ সেক্টর সুরক্ষা পেলে দেশের অর্থনীতি গতিশীল হবে, দরিদ্র জনগোষ্ঠী ক্রমান্বয়ে পরিণত হবে অর্থনৈতিক শক্তিতে এবং সমস্যা কাটিয়ে বাংলাদেশ পাবে উন্নত দেশের মর্যাদা।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

লেখক : মোঃ সেলিম উদ্দীন
পরিচালক(মাইক্রোফাইন্যান্স)।

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংবাদ

সারাবিশ্বে চলমান কোভিড-১৯ মহামারী সত্ত্বেও আইডিএফ এর কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগ দেশের প্রান্তিক জনগণকে সেবা প্রদানে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এ বিভাগ সমগ্র প্রকল্প এলাকায় সারাবছরই বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিভিন্ন প্রযুক্তির উপর প্রদর্শনী, দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, বিভিন্ন ধরণের বীজ ও চারা বিতরণ, বসতবাড়িতে শাক সব্জির চাষ, প্রাণিসম্পদের টিকাদান, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি। এছাড়াও নিয়মিত গ্রাম পরিদর্শন ও কৃষকদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের পরামর্শ দেয়া, বিশেষ করে করোনাকালে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার উপর গুরুত্ব দেওয়াসহ নানা ধরণের কাজের মাধ্যমে সকলে ব্যস্ত থেকেছেন সারাবছরই। এবারের সংখ্যায় চট্টগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলে বাস্তবায়িত এ বিভাগের কিছু কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরা হল।

গয়াল খামার পরিদর্শনে পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়

গত ২৪ নভেম্বর ২০২১ তারিখে পিকেএসএফ এর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার, এনডিসি এবং অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের মহোদয় LIFT- কর্মসূচির আওতায় বন্যগরু বা গয়াল (Bos frontalis) এর জাত সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং খামার পর্যায়ে পালনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পের চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ডস্থ ফৌজদারহাটের গয়াল এর জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন খামার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তাঁরা গয়ালের ব্রিডিং খামার দেখে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং গয়ালের প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ভেটেরিনারি অফিসার ও প্যারাভেটদেরকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত খামার পরিদর্শনকালে গয়ালের সম্ভাবনাময় খাত নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরেন ডাঃ মোঃ সুলাইমান হোসাইন, পিকেএসএফ এর সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রাণিসম্পদ)। তাঁদের সাথে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রফেসর শহীদুল আমিন চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন এবং কৃষি উন্নয়ন বিভাগ এর বিভাগ প্রধান ড. গাজী মোঃ নূর উদ্দিন এবং অন্যান্য উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ।

ক্যান্সার প্রতিরোধী কালো জাতের ধান

কালো ধানের চাষ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আইডিএফ বাঁশখালী ও সরকারহাট শাখাসহ অন্যান্য সম্ভাবনাময় অঞ্চলে চাষ ব্যবস্থাপনা ও ঢেকিছাটা চাল উৎপাদনে পাইলটিং পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে। যার মধ্যে চাষিদের ব্যাপক সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। এছাড়াও পার্বত্য অঞ্চলে দিনে দিনে কালো ধানের চাষ জনপ্রিয় হচ্ছে। বেশ কিছু প্রগতিশীল চাষী আইডিএফ ও পিকেএসএফ এর উদ্যোগে কালো ধানের চাষে লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছেন। এটি মূলত ঔষধি ফসল। কালো চালের ভাত সাদা ভাতের চেয়ে অনেক বেশি পুষ্টিসমৃদ্ধ, স্বাস্থ্যকর এবং কালো চালের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ কালো চাল বিশেষ করে ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়তা করে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ফ্ল্যাভিনয়েড যা অ্যাথোসায়ানিন নামে পরিচিত তা এই কালো চালে খুব বেশি পরিমাণে থাকাতেই চালের রঙ কালো আর এ উপাদানটি থাকার কারণেই ক্যান্সার, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, স্নায়ুরোগ এমনকি ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ প্রতিহত করতে পারে বলে জানা গেছে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, ধমনীতে রক্ত চলাচল যেসব কারণে বাধাগ্রস্ত হয়, কালো চালের উপাদান তা হতে দেয় না। এ জন্য উচ্চ রক্তচাপ হয় না। ফলে হৃদরোগ তথা হার্টঅ্যাটাকের ঝুঁকি কমে যায়। প্রতি ১০০ গ্রাম কালো চালে যেসব পুষ্টি উপাদান রয়েছে তা হলো : তাপশক্তি ১৭০ ক্যালরি, ফ্যাট ১০৫ গ্রাম (৩%), কার্বোহাইড্রেট ১১%, আঁশ ৫% ভিটামিন এ ২%, আয়রন ৬%। সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতিতে অন্য ধান চাষের মতোই চাষ করতে হয়। আষাঢ় মাসের শেষ দিকে চাষ শুরু করলে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিকে ফসল কাটার উপযুক্ত হয়। ধান থেকে চাল উৎপাদনে অবশ্যই ঢেঁকি বা ঢেঁকি ছাটা মেশিন ব্যবহার করতে হবে কেননা সাধারণ রাইস মিলে ব্ল্যাক রাইস ভাঙানোর ফলে চালের উপরে যে ফাইবার থাকে, তা উঠে যায়। ফলে নষ্ট হয়ে যায় কালো চালের গুণ।

হোম গার্ডেন/বসতবাড়ীতে শাক-সবজি চাষ

কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, আইডিএফ রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন শাখায় সদস্যদের বসতবাড়ীর আশেপাশে ও বাড়ীর আঙ্গিনায় পরিকল্পিত ভাবে সারা বছরব্যাপী পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে বসতবাড়ীতে শাক-সবজি চাষ (হোম গার্ডেন) কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গত জুলাই হতে ডিসেম্বর ২০২১ মাস পযন্ত রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন শাখায় ৩১ জন সদস্যর বসতবাড়ীর আশেপাশে ও বাড়ির আঙ্গিনায় হোম গার্ডেন/ শাক-সবজি চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। প্রতিটি হোমগার্ডেনে ৪টি বেড ও ২টি মাচা তৈরী করা হয়। ৪টি বেডের জন্য লালশাক, সবুজশাক, কলমিশাক, পুইঁশাক এর বীজ বপন করা হয়। মাচার জন্য মাদা করে হাইব্রিড লাউ, শীম ও মিষ্টি কুমড়া বীজ বপন করা হয়। শাক-সবজি/হোম গার্ডেন তৈরীর কারিগরী দিকনির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানেসহায়তা করেন জনাব মো: খালেদ হোসেন, সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও রতন কুমার ঘোষ, কৃষি/প্যারাভেট, কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, আইডিএফ, রাজশাহী।

প্রাণিসম্পদের টিকাদান কর্মসূচি

আইডিএফ এর কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, রাজশাহী অঞ্চলে সদস্যদের প্রাণী সম্পদকে পিপিআর, গলাফোলা, তড়কা, ক্ষুরা রোগ, রানীক্ষেত ও ডাকপ্লেগ নামক মারাত্মক রোগ থেকে সুরক্ষার জন্য নিয়মিত টিকাদান কর্মসুচি পালন করে যাচ্ছে। জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন শাখার কেন্দ্র সমূহে ২২টি ক্যাম্পে ২৫০০টি ছাগল/ভেড়াকে পিপিআর, ৩টি ক্যাম্পে ১৫০টি গরু/মহিষকে গলাফোলা, ১৫টি ক্যাম্পে ৩৯৫টি গরু/মহিষকে এফএমডি, ৪টি ক্যাম্পে ৬০০টি গরু/মহিষকে তড়কা, ৪টি ক্যাম্পে ৪০০টি মুরগীকে রানীক্ষেত এবং ২টি ক্যাম্পে ২০০টি হাঁসকে ডাকপ্লেগ রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা হয়। চলমান টিকাদান কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদকে সংক্রামক রোগ থেকে প্রতিরোধ করাই কৃষি উন্নয়ন বিভাগের অঙ্গীকার। উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর এর সহযোগিতায় টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন জনাব মোঃ খালেদ হোসেন, সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি উন্নয়ন বিভাগ এবং রতন কুমার ঘোষ, কৃষি/প্যারাভেট, কৃষি উন্নয়ন বিভাগ।

রাজু বড়ুয়াঃ পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণে অনুসরণীয় সদস্যা

চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার বাসিন্দা রাজু বড়ুয়া প্রতিবেশীর কাছ থেকে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আইডিএফ এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পেরে সংস্থায় ভর্তি হন। বর্তমানে তিনি রাউজান শাখার ১১০/ম কেন্দ্রের নিয়মিত সদস্য। তার স্বামীর নাম সুজন বড়ুয়া। আইডিএফ এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তিকরণের পর শুরু থেকেই তিনি কেন্দ্রে গিয়ে কৃষি বিষয়ক আলোচনা শুনতেন। আইডিএফ-এর কৃষি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি ইউনিটের আওতায় সবজি বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রথমে তার বাড়ির পাশের ১৫ শতাংশ জমিতে সবজি চাষ শুরু করেন, যা থেকে তিনি পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পুরণ করার পাশাপাশি বাজারেও বিক্রি করেন এবং লাভবান হন। এতে উৎসাহিত হয়ে তিনি পরবর্তীতে আরও বড় পরিসরে সবজি চাষ শুরু করেন। বর্তমানে তিনি ৪০ শতাংশ জমিতে শিম, মিষ্টিকুমড়া ও আলুসহ বিভিন্ন মৌসুমী শাক সবজিও চাষ করছেন। সদস্যের বর্তমানে সবজি চাষের পাশাপাশি ৮ (আট) টি গরুও আছে। যা থেকে তিনি পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আর্থিক ভাবেও স্বাবলম্বী হন। আর এই কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করানোর জন্য আইডিএফ-এর কৃষি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি ইউনিটের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাকে দেখে উক্ত এলাকার অনেকেই সবজি চাষে উৎসাহী হয়েছেন।

ডি-ওয়ার্মিং ক্যাম্প/কৃমিদমন কর্মসূচি

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও পরিবেশ কৃমির বংশ বিস্তারের পক্ষে অনুকূল। অধিকাংশ প্রাণিসম্পদ কোন না কোন কৃমি দ্বারা আক্রান্ত। প্রাণিসম্পদ কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে, দুধ ও মাংস উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, এমনকি প্রাণী মারাও যেতে পারে। কৃমি দ্বারা সব বয়সের প্রাণিসম্পদ আক্রান্ত হয়। তবে বাড়ন্ত বাছুরের কৃমি আক্রান্তের হার বেশী। বাড়ন্ত বাছুরকে কৃমির আক্রমণের ফলে দৈহিক বৃদ্ধির হার মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্থ হয়। ফলে বাছুরের দৈহিক আকার খাটো প্রকৃতির হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া অত্যধিক কৃমির আক্রমণের ফলে বাছুরের ঘনঘন বদহজম, পাতলা পায়খানা, রক্ত স্বল্পতা ও শরীর উসকো খুসকো দেখা যায়। সময় মত বাড়ন্ত বাছুরকে কৃমিনাশক না খাওয়ানোর ফলে মাঝে মধ্যে মল ত্যাগের সাথে কৃমি পড়তে দেখা যায়। এমনকি কৃমির আক্রমণের কারণে বাড়ন্ত বাছুর পুষ্টিহীনতায় ভুগে মারা যেতে পারে। আইডিএফ এর কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, রাজশাহী অঞ্চল ব্যাপক প্রচারণা ও কেন্দ্র মিটিংয়ের মাধ্যমে সদস্যদের মাঝে বাড়ন্ত বাছুরকে কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানোর জন্য উদ্বুদ্ধকরণের কাজ করে যাচ্ছে। গত ১৫ অক্টোবর ২০২১ ইং তারিখে কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, নাটোর শাখায় নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সানাইডাঙ্গা কেন্দ্রে ৬৫ জন সদস্যদের বিনা মূল্যে বাড়ন্ত বাছুরকে কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো কর্মসূচি পালন করা হয়। বাড়ন্ত বাছুরের কৃমিদমন কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৩১টি প্রাণীকে (৩৫টি বাড়ন্ত বাছুর, ৪৩টি ষাড় গরু, ১৭টি গাভী/ বকনা এবং ৩৬টি ছাগল) ২০৫টি কৃমিনাশক ট্যাবলেট (হেলমেক্স, প্যারাক্লিয়ার, ব্যানাজল, এল-টি ভেট) খাওয়ানো হয়। প্রতিটি সদস্যকে ২পাতা (৮টি) এনোরা ট্যাবলেট প্রদান করা হয়। সুস্থ, সবল ও রোগ মুক্ত প্রাণিসম্পদ প্রাপ্তি এই কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বাড়ন্ত বাছুরের কৃমিদমন কর্মসূচি কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন, জনাব মজিবুর রহমান, ভিএফএ, উপজেলা প্রানিসম্পদ দপ্তর, নাটোর সদর উপজেলা। জনাব মোঃ আসাদুল হক, শাখা ব্যবস্থাপক। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট শাখার সহকর্মীবৃন্দ।

সদস্যদের মাঝে শাক-সবজির বীজ ও ফলের চারা বিতরণ

আইডিএফ, কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, রাজশাহী অঞ্চল এর আয়োজনে এবং নাটোর, শেরপুর, দুর্গাপুর ও তাহেরপুর শাখার সার্বিক সহযোগিতায় গত জুলাই হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ১৩টি কেন্দ্রের ৩২৫ জন সদস্যর মাঝে শাক-সবজির বীজ ও ফলের চারা বিতরণ করা হয়। সদস্যদের মাঝে বিনামূল্যে শাক-সবজির বীজ ও ফলের চারা বিতরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৩২৫ জন সদস্যকে পেঁপের চারা এবং মিষ্টি কুমড়া, লাউ, লাল-শাক, শীম, পালং-শাক, মূলা, ধনিয়া, কলমি-শাক এবং শশার বীজ বিতরণ করা হয়। সদস্যদের মাঝে বিনামূল্যে শাক-সবজির বীজ ও ফলের চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার মহোদয়, অত্র শাখার শাখা ব্যবস্থাপক এবং শাখার সহকর্মীবৃন্দ। শাক-সবজির বীজ ও ফলের চারা বিতরণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জনাব মোঃ খালেদ হোসেন, সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, আইডিএফ। সহযোগিতায় ছিলেন রতন কুমার ঘোষ, কৃষি/প্যারাভেট, কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, রাজশাহী এবং মোঃ তাজুল ইসলাম, উপ-সহকারী কৃষি উন্নয়ন কর্মকর্তা।

দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ

আইডিএফ, কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, রাজশাহী অঞ্চল, এর আয়োজনে সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সদস্যদের আইজিএ ভিত্তিক জ্ঞান অর্জন, কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হাতে কলমে বিভিন্ন বিষয়ে সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিশেষ করে, বসতবাড়ীতে বছরব্যাপী শাক-সবজি চাষের কলা-কৌশল, উন্নত পদ্ধতিতে গাভী/বকনা লালন-পালনের করণীয় বিষয়সমুহ, প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন রোগ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা থাকা, প্রাণিসম্পদের কৃমির ক্ষতিকর প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে সদস্যদের মাঝে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জুলাই হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ১১টি ক্যাম্পের মাধ্যমে ২৩৫ জনকে বিভিন্ন আইজিএ-তে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ে সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উত্তর প্রদান করা হয়। আইডিএফ কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, রাজশাহী অঞ্চল এর সহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোঃ খালেদ হোসেন এর পরিচালনায় এসকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার, শাখা ব্যবস্থাপকগণ এবং শাখার সহকর্মীবৃন্দ।

বিবিধ সংবাদ

প্রকাশনা :পাহাড়ী ক্রীকে কার্প মাছের মিশ্র চাষ ব্যবস্থাপনা

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় “পাহাড়ী ক্রীকে কার্প মাছের মিশ্র চাষ ব্যবস্থাপনা” বিষয়ক একটি প্রকাশনা সম্পন্ন হয়েছে যার মাধ্যমে ক্রীকে মাছ চাষে আগ্রহীরা বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন। বাংলাদেশের মোট আয়তনের দশ ভাগের এক ভাগ বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম (বর্তমান রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) যার ২৬টি উপজেলায় বসবাস করে ১৬ লাখ মানুষ ও ১৩টি বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। এ অঞ্চলটি মূলত পাহাড়ী ছড়া, ঝর্ণা, পাহাড়ের পাদদেশের ক্রীক ও গিরিখাদ দ্বারা সমৃদ্ধ। কিন্তু আধুনিক মৎস্য প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাব এবং পুঁজির সংকটের কারণে অধিকাংশ দরিদ্র পাহাড়ী জনগোষ্ঠী তা সদ্ব্যবহার করতে পারছে না। এছাড়াও গুণগত মানসম্পন্ন পোনার অভাব এবং স্থানীয় পর্যায়ে সময়মতো পোনা সরবরাহ না থাকায় মৎস্য চাষ কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। ফলে অপচয় হচ্ছে পাহাড়ের গা চোয়ানো ঝর্ণার পানি এবং বৃষ্টির পানি। অতএব পাহাড়ের ক্রীকগুলোতে বাঁধ নির্মাণ করে জলাশয় তৈরি করে মৎস্য চাষের ক্ষেত্র তৈরি হলে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

রাজশাহী যোনে আইডিএফ এর ৪টি শাখা উদ্বোধন

বিগত জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১ সময়ে রাজশাহী যোনে আইডিএফ এর ৪ টি শাখার উদ্বোধন করা হয়। এই শাখাগুলি হচ্ছে রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলায় ‘তানোর শাখা’, নাটোর জেলার সদর উপজেলায় ‘কাফুরিয়া শাখা’ ও বাগাতিপাড়া উপজেলায় ‘বাগাতিপাড়া শাখা’ এবং নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলায় ‘আত্রাই শাখা’। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ এর মাননীয় উপ নির্বাহী পরিচালক জনাব মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ এর পরিচালক (ক্ষুদ্রঋণ) জনাব মোঃ সেলিম উদ্দিন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পর্যায়ে পৌরসভা/ইউনিয়ন এর নেতৃবৃন্দ এবং গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ। এছাড়া রাজশাহী যোনের যোনাল ম্যানেজার জনাব বিজন কুমার সরকার এবং আইডিএফ এর এরিয়া ম্যানেজারসহ বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ। সবগুলি অনুষ্ঠান আয়োজন করেন পদায়নকৃত নতুন শাখা ব্যবস্থাপকগণ। প্রত্যেকটি শাখায় প্রধান অতিথি নির্বাচিত সদস্যদের মাঝে প্রথম ঋণ বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিগণ এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়নে শাখাসমূহ স্থাপনের ভূমিকা বর্ণনা করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে স্বচ্ছতা, সততা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে একে সাফল্যমন্ডিত করার আহবান জানান।

১৫ই-আগষ্ট উদযাপন: বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

কোন দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতে দেশের মোট ভূভাগের অন্তত ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। অথচ বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ মোট ভূভাগের তুলনায় অপ্রতুল। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণের অপরিসীম গুরুত্বকে মাথায় রেখে আইডিএফ রাজশাহী অঞ্চলের ২৭টি শাখায় ১৫ই আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। প্রতিটি শাখায় ৩০জন সদস্যকে ১টি ফলের চারা এবং ১টি বনজ চারা প্রদান করা হয়, মোট ২৭টি শাখায় ৮১০ জন সদস্যকে ১,৬২০টি (ফলজ+বনজ) গাছের চারা প্রদান করা হয়। ১৫ই আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব বিজন কুমার সরকার, যোনাল ম্যানেজার, আইডিএফ রাজশাহী অঞ্চল। সংশ্লিষ্ট এলাকার এরিয়া ম্যানেজারবৃন্দ, বিভিন্ন শাখার শাখা ব্যবস্থাপক এবং শাখার সকল সহকর্মীবৃন্দ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণ করেন।

স্বাস্থ্য কর্মসূচি

আইডিএফ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সাধারণ ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্রঋণের সহায়তার মাধ্যমে কাজ করে আসছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি দরিদ্র এই জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়নের জন্যও একইভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই ক্ষুদ্র ঋণের পরপরই যে বিষয়টির উপর আইডিএফ গুরুত্ব সহকারে কাজ শুরু করেছিল তা হচ্ছে গরীব মানুষদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা। প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন ধরণের ক্লিনিক ও ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে এবং টেলিহেলথ সার্ভিস এর সূচনা করে বিভিন্ন অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা এলাকাবাসীর সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং বিনামূল্যে ঔষধও বিতরণ করা হচ্ছে। করোনাকালে আইডিএফ তার স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিকে আরও জোরদার করে কোভিড-১৯ মোকাবেলা করতে সাহায্য করেছে। অতি সম্প্রতি আইডিএফ তার স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিকে ডিজিটালাইজড করার উদ্যোগ নিয়েছে। ২০২১ সালের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে আইডিএফ এর স্বাস্থ্য কর্মসূচির কিছু কার্যক্রম এখানে তুলে ধরা হল।

আইডিএফ স্বাস্থ্যসেবায় ডিজিটালাইজেশন

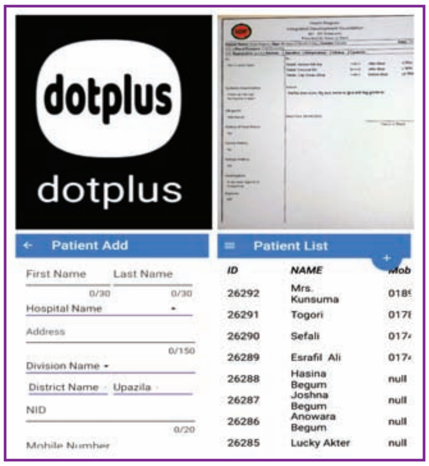

আইডিএফ তার স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় ২০১৯ সালে পরীক্ষামূলকভাবে টেলিহেলথ সেবা চালু করে। এই টেলিমেডিসিন সেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে আইডিএফ এর সকল সদস্য, এমনকি দূরবর্তী প্রত্যন্ত এলাকার রোগীরাও বাড়ির কাছাকাছি আইডিএফ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র হতে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে শহরে অবস্থিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছ থেকে অতিদ্রুত চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে আসছে। স্বাস্থ্য কর্মসূচির সফলতার ধারাবাহিকতায় গত সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ থেকে এই কর্মসূচির কার্যক্রমকে ডিজিটাল করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান dotplus নামক সফটওয়্যারের মাধ্যমে "Outreach for all" নামক প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এর মাধ্যমে যে কোনো সময় যে কোনো জায়গা থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে সংস্থার সদস্য ও তার পরিবারের ব্যক্তিগণ স্ট্যাটিক ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক এর মাধ্যমে এমবিবিএস ডাক্তারের চিকিৎসা সেবা ও টেলিহেল্থ সেবা গ্রহণ করতে পারেন। তাঁদের শারীরিক ও ব্যক্তিগত চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অতীব গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক তথ্য এই সফটওয়্যার এ লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা রয়েছে। এতে করে ওই সকল ব্যক্তির চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য সহজেই পাওয়া যায়। মোবাইল নম্বর ও আইডি নম্বর দিয়ে রোগীর তথ্য পরবর্তীতেও সহজেই পাওয়া যায়। "Outreach for all" USA এর নির্বাহী পরিচালক ড. মেহেদী হাসান, কর্মসূচিটি সার্বক্ষণিক দেখাশোনা, পর্যালোচনা ও কারিগরি সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করে আসছেন। প্রতি সপ্তাহের শনিবার তিনি স্বাস্থ্য কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে 'জুম' মিটিং এর মাধ্যমে এই পর্যালোচনা করেন। এতে সরাসরি নেতৃত্ব দেন এই কর্মসূচির উদ্যোক্তা আইডিএফ এর সম্মানিত নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম। সংস্থার উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব নিজাম উদ্দিন, স্বাস্থ্য কর্মসূচির কো-অর্ডিনেটর ডাঃ এসএএনএম কামরুল হাসান এবং অন্যান্য সকল কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীগণ এতে অংশগ্রহণ করেন।

রাজশাহী অঞ্চলে স্বাস্থ্য চিকিৎসা সেবা ক্যাম্প

স্বাস্থ্য কর্মসূচি এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ও সাধারণ মানুষকে সেবা প্রদান করার স্বার্থে আইডিএফ নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্পের আয়োজন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় রাজশাহী অঞ্চলে গত ৫ই সেপ্টেম্বর গুরুদাসপুর শাখার খুবজিপুর এলাকায় এবং ২৬ নভেম্বর ২০২১ তারিখে নজিপুর শাখার গোসাইপুর এলাকায় দুটি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এতে আগত রোগীদের ফ্রি চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় এবং বিনামূল্যে তাদের কাছে ঔষধ বিতরণ করা হয়। গোসাইপুর এলাকায় ৬৮ জন রোগীকে সম্পূর্ণ বিনা খরচে চিকিৎসা দেওয়া হয়, ৬ জন রোগীকে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হয় এবং ৩ জন রোগীকে রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে দেখাবার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। অন্যদিকে, খুবজিপুর এলাকায় ৭৮ জন রোগীকে সম্পূর্ণ বিনা খরচে চিকিৎসা প্রদান করা হয় ও ৭ জন রোগীকে রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে দেখাবার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। এসকল রোগীদের বিভিন্ন রোগের ঔষধ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণ ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। উক্ত চিকিৎসা ক্যাম্পগুলিতে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট এলাকার এরিয়া ম্যানেজার, শাখা ব্যবস্থাপক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন প্যারামেডিক রুহুল আমীন ও মোঃ জুয়েল রানা।

কোভিড গণটিকা কার্যক্রমে আইডিএফ এর অংশগ্রহণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে সারাদেশের ন্যায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত এলাকায় কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিনেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। ভ্যাক্সিনেশন কার্যক্রমে সরকারি, আধা-সরকারি ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থা অংশগ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচিও অংশ নেয়। এতে আইডিএফ এর অভিজ্ঞ প্যারামেডিকগণ চসিক এলাকার চান্দগাঁও থানাধীন ৪নং ওয়ার্ড এর অস্থায়ী তিনটি টিকা কেন্দ্রে জনগণকে সফলভাবে টিকা প্রদান করেন। এই তিনটি টিকা কেন্দ্র হল সিডিএ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ; খাজা রোড এন. এম. সি উচ্চ বিদ্যালয় এবং বাহির সিগন্যাল আল আমিন বারীয়া মাদ্রাসা। আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচির পক্ষ থেকে এতে নেতৃত্ব দেন সিনিয়র প্যারামেডিক তমাল ভারতী, মোঃ ফজলে রাব্বী ও উত্তম কুমার সরকার। জুলাই'২১ হতে ডিসেম্বর'২১ পর্যন্ত বিভিন্ন তারিখে ১৪ টি টিকাদান ক্যাম্পে ৬১০৯ জনকে প্রথম (১ম) ডোজ এবং ৫৭৫৩ জনকে দ্বিতীয় (২য়) ডোজ টিকা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিনেশন ক্যাম্প এর শুরু থেকে আইডিএফ স্বাস্থ্য কার্যক্রম চসিক স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সমন্বিতভাবে ২১ টি অস্থায়ী ক্যাম্পে টিমলিডার হিসেবে প্যারামেডিক সুমন চন্দ্র সরকার, তমাল ভারতী ও মোঃ ফজলে রাব্বীকে সাথে নিয়ে সামগ্রিকভাবে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করা হয়।

প্রচ্ছদ কাহিনী

হালদা নদী সংবাদকে নিয়ে এবারের প্রচ্ছদ কাহিনী সাজানো হয়েছে। দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদকে ঘিরে এই প্রচ্ছদ। এর একটি হচ্ছে হালদা রিসার্চ ল্যাবরেটরি কর্তৃক হালদা নদীর কার্প ও ডলফিন মাছের জীবন রহস্য উন্মোচনের এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন। গত ১৬ই নভেম্বর ২০২১ তারিখে এক ভার্চুয়াল সম্মেলনের মাধ্যমে এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের সূচনা করা হয়। তাছাড়া হালদা নদীতে আইডিএফ-পিকেএসএফ এর সকল নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত থাকে। এ সকল বিষয়সমূহ নিয়েই আমাদের এ সংখ্যার প্রচ্ছদ সাজানো হয়েছে।

হালদা নদীর কার্প ও ডলফিন মাছের জীবন রহস্য উন্মোচন

দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদীর চারটি কার্প জাতীয় মাছ (রুই, কাতল, মৃগেল, কালিবাউশ) ও ডলফিনের পূর্ণাঙ্গ জীবন রহস্য উন্মোচন করা হয়েছে। এ গবেষণায় নেতৃত্ব দিয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরির প্রধান অধ্যাপক ড. মনজুরুল কিবরিয়া ও চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ এম জে জোনায়েদ সিদ্দিকী। গবেষকরা বলছেন জিনগত ত্রুটি দূর করে মাছের বংশবৃদ্ধির পাশাপাশি বিপন্ন মিঠাপানির ডলফিন সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এই জিনোম সিকোয়েন্স। এই গবেষণায় ১৫ থেকে ২০ হাজার জিন এবং প্রোটিনকে গবেষক দল শনাক্ত করেছে। জিনোম সিকোয়েন্সিং বা জীবন রহস্য উন্মোচনের ফলে, এ অঞ্চলের কার্প জাতীয় মাছের ও ডলফিনের জিনের বিন্যাস, বিবর্তনের গতিপথ, সংরক্ষণ এবং সর্বোপরি জাতিগত বিস্তারিত বিবর্তন সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে। পাশাপাশি হালদা নদীর জীববৈচিত্র্য রক্ষা, ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্ব পাবে বলে

জানিয়েছেন হালদা গবেষকরা। প্রায় দুই বছর ধরে চলা এ গবেষণায় অর্থায়ন করেছে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)। এছাড়া চীনের নর্থ-ওয়েস্ট এএনএফ ইউনিভার্সিটি এবং নিউজিল্যান্ডের টেক্সটজেন ইনফরমেটিকস নামের একটি সংস্থার ল্যাবরেটরির সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে এ গবেষণায়।

হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন

বিগত ১৬ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার, এনডিসি এক ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম (জুম) এর মাধ্যমে হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। উক্ত

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেভার্চুয়ালী সৌদি আরব থেকে যুক্ত হন আইডিএফ এর সম্মানিত নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম। আলোচনায় তিনি বলেন, দেশীয় কার্প জাতীয় মাছের বিশ্বের অন্যতম প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদীর বিশুদ্ধ পোনা (রেণু, ধানী, আঙ্গুলে পোনা) এবং উন্নত ব্রুড মাছ উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের জন্য IFAD, PKSF এবং IDF এর সম্মিলিত উদ্যোগে "মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প (PACE Project) এর আওতায় আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০২১ সালে হালদা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলায় স্থাপন করা হয়। যার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কার্প জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদনের মাধ্যমে হালদা নদী পাড়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্রান্ডিং এবং গবেষণা কার্যক্রম নিশ্চিত করা। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হ্যাচারীতে স্বশরীরে উপস্থিত ছিলেন উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন।

তিনি পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার, এনডিসি মহোদয়ের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন এবং হ্যাচারি কমপ্লেক্স সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করেন। এছাড়া উক্ত ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে ড. নমিতা হালদার, এনডিসি মহোদয় প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্রে হালদা নদীর কার্প জাতীয় মাছ ও গাঙ্গেয় ডলফিনের জীবনরহস্য (জিনোম সিকোয়েন্স) গবেষণালব্ধ ফলাফল উন্মোচন করেন। উক্ত গবেষণায় প্রধান ভূমিকা রাখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরির প্রধান ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মনজুরুল কিবরীয়া ও কারিগরি সহায়তা দিয়েছেন চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এ এম জুনায়েদ সিদ্দিকী। কার্প জাতীয় এ মাছগুলোর জীবনরহস্য উন্মোচনের জন্যে প্রায় দুই বছর ধরে চলা এ গবেষণায় অর্থায়ন করেছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর প্রকল্প PACE ও ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)।

আন্তর্জাতিক মিঠা পানির ডলফিন দিবস ২০২১ উদযাপন:

"শুশুক ডলফিন থাকে যদি, ভালো থাকবে মোদের নদী" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২ অক্টোবর ২০২১ তারিখে বন অধিদপ্তরের আওতায় হাটহাজারী উপজেলার গড়দুয়ারা এলাকার হালদা নদীর পাড়ে ড. শহীদুল্লাহ একাডেমিতে আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবস উদযাপন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ কামরুল হাসান, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব বিপুল কৃষ্ণ দাশ, বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম অঞ্চল। এছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. মোঃ মনজুরুল কিবরীয়া, সভাপতি, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ এবং কোঅর্ডিনেটর হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি বলেন, কার্প জাতীয় মাছ ও বিপন্ন প্রজাতির গাঙ্গেয় ডলফিন সংরক্ষণে হালদা নদী রক্ষা করা প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব। ২০১৭ সাল থেকে এই পর্যন্ত হালদা নদীতে ৩২টি ডলফিন মারা গেছে। তাই শুধুমাত্র ডলফিন দিবস পালন করা নয়; ডলফিন সংরক্ষণে বন অধিদপ্তরের উদ্যোগ বিশেষত (১) ডলফিন কনজারভেশন অ্যাকশন প্ল্যান এবং (২) ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান ফর দ্য গ্যাঙ্গেজ রিভার ডলফিন ইন হালদা রিভার' মাঠ পর্যায়ে যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিকতার সাথে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহবান জানান। এছাড়াও উক্ত আলোচনায় আইডিএফ এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রফেসর মোঃ শহীদুল আমিন চৌধুরী বলেন, হালদা নদী ভালো থাকলে, ডলফিন বৃদ্ধি পাবে এবং সংরক্ষিত হবে কার্প জাতীয় মাছের প্রজনন ক্ষেত্র। তাই এদের রক্ষায় হালদা নদীর দুই পাড়ের অধিবাসী, জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনকে একসাথে সম্পৃক্ত হতে হবে।

তামাক চাষীদের আলু বীজ বিতরণ:

বিগত ১৭ নভেম্বর, ২০২১ তারিখ বুধবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় হালদা নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নদী পাড়ের তামাক চাষীদের বিকল্প জীবিকায়নের লক্ষ্যে ৫৬ জন কৃষককে প্রায় ২০০০ কেজি উন্নত জাতের ডায়মন্ড ও দেশীয় আলুর বীজ বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার তামান্না মাহমুদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো: হাসিনুর রহমান। এছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ কৃষি উন্নয়ন বিভাগ এর বিভাগ প্রধান ড. গাজী মো: নূর উদ্দিন, খাগড়াছড়ির যোনাল ম্যানেজার মো: শাহজাহান এবং হালদা প্রকল্প ও হ্যাচারি ব্যবস্থাপক মাহমুদুল হাসান। সভাপতিত্ব করেন মুহাম্মদ শাহ আলম, প্রকল্প সমন্বয়কারী, হালদা নদীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও হালদা উৎসের পোনার বাজার সম্প্রসারণ প্রকল্প, আইডিএফ। উল্লেখ্য, বিগত তিন বছরে তামাক চাষীদের বিকল্প জীবিকায়নের জন্য কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উপর মোট ২৩টি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদেরকে বিভিন্ন উপকরণ (বিভিন্ন সবজির বীজ, সার, উচ্চ মূল্যের ফলদ চারা, দেশী মুরগী এবং মাছের পোনা) দিয়ে সহায়তা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে শীতকালীন সবজি উৎপাদনের জন্য ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে ৩৪ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সবজি বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে।

তামাক চাষীদের বিকল্প জীবিকায়নে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ:

২০১৮ সাল থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর PACE প্রকল্পের অর্থায়নে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার হালদা নদীর পাড়ে দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় তামাকচাষীদের বিকল্প জীবিকায়ন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। হালদা নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রনে তামাক চাষীদের বিকল্প জীবিকায়নের লক্ষ্যে ৫৬ জন কৃষককে ২ ব্যাচে দুইদিন ব্যাপী 'সবজি চাষ বিষয়ক' অনাবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব মো: হাসিনুর রহমান এবং আইডিএফ উদ্যানতত্ত্ববিদ জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান। তাঁরা সবজি চাষ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন এবং কৃষকদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচি

সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচি হল পরিকল্পিত এবং বিন্যস্ত একটি গতিশীল কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভৌত, পরিবেশগত বিষয়সহ গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গের সাথে অর্থায়নের যথাযথ সমন্বয় রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় আইডিএফ বিগত ২০১২ সাল থেকে সমৃদ্ধি ও ২০১৬ সাল থেকে প্রবীণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। আইডিএফ বর্তমানে ওয়াগ্গা, সাতকানিয়া, সুয়ালক ও কদলপুর ইউনিয়নে সমৃদ্ধি এবং ওয়াগ্গা, সাতকানিয়া, সুয়ালক ও কদলপুর, রাইখালী, কধুরখীল ও হাটহাজারী ইউনিয়নে প্রবীণ কর্মসূচির কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২১ সময়ে অনুষ্ঠিত কিছু কার্যক্রমের সংবাদ এখানে তুলে ধরা হল।

পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিদর্শন:

গত ২৫ নভেম্বর, ২০২১ ইং তারিখে বান্দরবানের সুয়ালকে আইডিএফ সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন টেলিমেডিসিন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সাবেক সচিব ড. নমিতা হালদার, এনডিসি ও পিকেএসএফ এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের। এসময় আইডিএফ এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রফেসর শহীদুল আমিন চৌধুরী, উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন, ক্ষুদ্রঋণ পরিচালক জনাব মোঃ সেলিম উদ্দীন, কো-অর্ডিনেটর জনাব মহিউদ্দীন আহমেদ চৌধুরীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২১ সময়ে ৮৩ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ২৯১১ জন রোগীকে বিনা মূল্যে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

সাধারণ স্বাস্থ্য ক্যাম্প:

স্বাস্থ্য সেবাকে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়াই হল স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মূল কাজ। এরই ধারাবাহিকতায় আইডিএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় দিনব্যাপী ফ্রি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্যাম্পে দুইজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য পরামর্শের পাশাপাশি ফ্রি ঔষধ বিতরণ করা হয়। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২১ সময়ে ওয়াগ্গা, সাতকানিয়া, সুয়ালক ও কদলপুর সমৃদ্ধি ইউনিটে ৪টি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় এবং ৭৭১ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা এবং ঔষধ প্রদান করা হয়।

স্ট্যাটিক ক্লিনিক:

স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মূল কাজ হল ক্লিনিক বা হাসপাতাল থেকে দূরে বসবাসরত হতদরিদ্র, অসহায়, সুবিধা বঞ্চিত মানুষ যারা টাকার অভাবে/অসচেতনতার কারণে উপজেলা অথবা জেলা পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারে না তাদের সেবা প্রদান করা। প্রতিদিন বিকাল ৩.০০ ঘটিকা হতে ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত এই ক্লিনিকের আয়োজন করা হয়। প্রতিটি স্ট্যাটিক ক্লিনিকে ১ জন সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং ২-৩ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক উপস্থিত থাকেন। স্ট্যাটিক ক্লিনিকে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে মহিলা ও শিশু রোগী বেশী। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২১ সময়ে সমৃদ্ধির ৪ টি ইউনিটে ৫৩৪ টি স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যমে ৫১৮৭ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়।

পরিপোষক ভাতা ও মৃত সৎকার ভাতা প্রদান:

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে এই কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের এই ভাতা প্রদান করা হয়। তবে এই ভাতা প্রদান করা হয় যাদের বয়স ৬০বছরের উপরে এবং যারা অসহায় ও সরকারি বয়স্ক ভাতা পায় না। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২১ সময়ে প্রবীণ কর্মসূচির ৭টি ইউনিটের মাধ্যমে ২২৬ জন নারী ও ৩২৭ জন পুরুষকে ১২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা পরিপোষক ভাতা বাবদ প্রদান করা হয়।

আর্থিকভাবে অসচ্ছল কোন প্রবীণ সদস্য মৃত্যুবরণ করলে, তার মৃত দেহের দাফন-কাফন/সৎকারের জন্য এই কর্মসূচির মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ২০০০/= টাকা প্রদান করা হয়। বিগত ছয় মাসে প্রবীণ কর্মসূচির মাধ্যমে ৫৬ জনকে মৃত সৎকার ভাতা বাবদ ১,১২,০০০/= টাকা প্রদান করা হয়।

কৈশোর কর্মসূচি

স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রী এবং এলাকার কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য গঠন ও বিকাশের জন্য আইডিএফ ২০১৯ সাল থেকে পিকেএসএফ এর সহায়তায় কৈশোর কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। এ উদ্দেশ্যে গঠিত সাতকানিয়া, বোয়ালখালী, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান এলাকার ৬৪ টি ক্লাব ও ১৩ টি ফোরাম এর ৮৬০ জন কিশোর এবং ১৫০৪ জন কিশোরী মোট ২৩৬৪ জনকে নিয়ে আইডিএফ বর্তমানে এ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। মূল্যবোধ উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকান্ড; কৈশোর স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পুষ্টি সচেতনতা এবং সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া/সুকুমার বৃত্তির চর্চা ও সুস্থ শারীরিক বিকাশ – এই তিনটি মূল বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের আলোচ্য বিষয় স্থির করে তার উপর কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২১ সালে পরিচালিত এ ধরনের কিছু কর্মকান্ডের অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা হল।

পিকেএসএফ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় এর আগমন

পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় এর কৈশোর কর্মসূচি পরিদর্শন উপলক্ষে বান্দরবান ক্লাষ্টারের উদ্দ্যোগে ২৪ শে নভেম্বর, ২০২১ ইং তারিখে এক মতবিনিয় সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ড. নমিতা হালদার, এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ ও সাবেক সচিব। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ এবং জনাব মামুনুর রশীদ, উপ-ব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শহীদুল আমিন চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, আইডিএফ এবং জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন, উপ-নির্বাহী পরিচালক, আইডিএফ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ এর জনাব সেলিম উদ্দীন, পরিচালক (ক্ষুদ্র ঋণ), জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, ফোকাল পার্সন, কৈশোর কর্মসূচি ও কো-অর্ডিনেটর, আঞ্চলিক কার্যালয়, জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ, যোনাল ম্যানেজার, বান্দরবান যোন, জনাব তসলিম রেজভী, এরিয়া ম্যানেজার, বান্দরবান এরিয়া।

মূল্যবোধ উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকান্ড

দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, মূল্যবোধ উন্নয়নে ভূমিকা রাখে যার মাধ্যমে নিজেকে সামাজিক সচেতনতা কর্মকান্ডে অধিকতর যুক্ত রাখা যায়। এরই ধারাবাহিকতায় কিশোর কিশোরীদের কাজের দক্ষতা ও নিজেদের মধ্যে আত্ম বিশ্বাস গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে এই কর্মসূচি। রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, বোয়ালখালী ও সাতকানিয়া - এই ৪ টি ক্লাস্টারে ৪৮ টি কর্মকান্ডের মাধ্যমে ক্লাবের ২৬৮০ জন কিশোর- কিশোরী ও ২২৪ জন অভিভাবক অংশগ্রহণ করেন। বাল্য বিবাহ ও যৌতুক প্রথা বন্ধ করা, পরিবার সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব, আমার প্রতিভায় আমি সেরা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, স্মার্ট ফোনে আসক্তি পড়াশোনায় ক্ষতি, বৃক্ষরোপণ, লাইব্রেরী এবং সহযোগিতা ও সহমর্মিতা কর্ণার স্থাপন, পাঠচক্র এবং জাতীয় দিবস সমূহের গুরুত্ব নিয়ে কর্মশালা ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

কৈশোর স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পুষ্টি সচেতনতা

কৈশোর স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পুষ্টি সচেতনতা কর্মকান্ডের আওতায় ৪ টি ক্লাস্টারের ৫৯ টি কর্মকান্ডের মাধ্যমে ক্লাবের ১২৬১ জন কিশোর-কিশোরী ও ২৫৬ জন অভিভাবক অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পুষ্টিকর খাবার, নিয়মিত ঋতুস্রাব এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক আলোচনা, নিয়মিত স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার, কাপড় ব্যবহারের ঝুঁকি, জরায়ু ক্যান্সারের কারণ, বাল্য বিবাহের ফলে মাতৃকালীন ঝুঁকি, ব্লাড গ্রুপ জানার প্রয়োজনীয়তা, নিয়মিত টিকা প্রদান, প্রাথমিক চিকিৎসা, ডায়রিয়া, হাত পা কাটা, জ্বর, খিঁচুনী, মাথাব্যথা, অজ্ঞান হওয়া, আগুনে পোড়া, সাপে কামড়, গলায় কাটা ইত্যাদি বিষয়ে কি কি করণীয় সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। সকল কিশোরী ক্লাবে স্বল্প মূল্যে ১৬০৮ টি প্যাড বিতরণের পাশাপাশি ৫৪৫ জন সদস্য ও তাদের অভিভাবকদের ব্লাড গ্রুপিং, উচ্চতা, ওজন ও ব্লাড প্রেসার নির্ণয় করা হয়। এছাড়া ২৫৬ জনের ডায়াবেটিস নির্ণয় করা হয়।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া/সুকুমার বৃত্তির চর্চা ও সুস্থ শারীরিক বিকাশ

কিশোর কিশোরীদের সুস্থ মননের বিকাশের লক্ষ্যে কৈশোর কর্মসূচির প্রতিটি ক্লাস্টারের সকল ক্লাবে নিয়মিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক চর্চা করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে কিশোর কিশোরীদের ও তাদের অভিভাবকদের উৎসাহ প্রদানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং বিভিন্ন ধরণের পুরস্কার প্রদান করা হয়। সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি, সঙ্গীত, রচনা, প্রবন্ধ, কুইজ, শ্রুতলিপি, উপস্থিত বক্তৃতা, অভিনয়, গল্পবলা, কেরাত ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। অন্যদিকে ক্রীড়া কার্যক্রমের অধীনে দাবা, লুডু, ক্যারাম, দড়ি লাফ, মোরগ লড়াই, বল নিক্ষেপ, মার্বেল চামচ, সুই সুতা, পিলোপাসিং, দৌড়, অংক দৌড়, বস্তা দৌড়, ক্রিকেট, ফুটবল, কাবাডি ও ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, যেখানে ১৪৩৯ জন কিশোর-কিশোরী এবং ২৮৮ জন অভিভাবকসহ সর্বমোট ১৭২৭ জন অংশগ্রহণ করে।

Centre for Self-help Development (CSD), নেপাল কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক ওয়েবিনার।

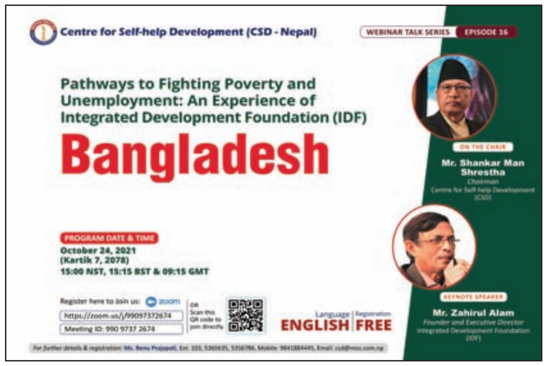

CSD, Nepal বিগত ২৪ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে "Pathways to Fighting Poverty and Unemployment: An Experience of Integrated Development Foundation (IDF), Bangladesh" শিরোনামে একটি ওয়েবিনারের আয়োজন করে। উক্ত ওয়েবিনারে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন জনাব শংকর মান শ্রেষ্ঠা, চেয়ারম্যান, CSD এবং প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব জহিরুল আলম, নির্বাহী পরিচালক, আইডিএফ। ওয়েবিনারে তিনি বাংলাদেশের দারিদ্র্য ও বেকারত্বের বর্তমান অবস্থা এবং মাইক্রোফাইন্যান্স সেক্টরের বর্তমান চিত্র তুলে ধরেন। পাশাপাশি দারিদ্রতা ও বেকারত্ব দূরীকরণে তিনি মাইক্রোফাইন্যান্স সেক্টরের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন এবং এ সংকট নিরসনে আইডিএফ এর গৃহীত পদক্ষেপ-সমূহ; বিশেষ করে করোনা মহামারির কারণে উদ্ভূত সংকটকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলায় আইডিএফ এর কৌশলগত অবস্থান (যেমন, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি; করোনাকালীন সময়ে চাকরিচ্যুত প্রবাসী শ্রমিকদের মধ্যে যাদের পুনরায় বিদেশগমন অনিশ্চিত তাদের জন্য বিশেষ ঋণ প্রদান; সংস্থার সদস্য ও সদস্যদের পরিবারবর্গের স্বাস্থ্যগত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে টেলিহেলথ সার্ভিস প্রচলন ও টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান, সচতনতামূলক লিফলেট বিতরণ, সদস্যদের বিনামূ-ল্য কোভিড টিকার নিবন্ধনে সহায়তা প্রদান, কেন্দ্রগুলোতে সদস্যদের শারিরীক উপস্থিতির বিধান শিথিলকরণ...ইত্যাদি) সম্পর্কে অবহিত করেন। পাশাপাশি তিনি দারিদ্র্য বিমোচন এবং বেকারত্ব দূরীকরণে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আলোকে আইডিএফ এর অভিজ্ঞতা ওয়েবিনারে তুলে ধরেন। ওয়েবিনারটিতে বাংলাদেশ ও নেপালের শীর্ষস্থানীয় ব্যাংক ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

National Day of Truth and Reconciliation বিষয়ক অনুষ্ঠানে আইডিএফ এর অংশগ্রহণ

পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে আইডিএফ তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নে অবদান রাখার কারণে বিগত ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে প্রথমবারের মত National Day of Truth and Reconciliation উদযাপন উপলক্ষ্যে কানাডিয়ান হাই কমিশন কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে আইডিএফকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। কানাডিয়ান আবাসিক বিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া আদিবাসী শিশুদের উপর সাংস্কৃতিক, মানসিক ও শারিরীক নির্যাতনের ইতিহাসকে স্মরণ করা ও বেচে যাওয়া পরিবার ও সম্প্রদায়কে সম্মান জানানোর জন্য কানাডিয়ান সরকার ২০২১ সালে প্রতি বছর ৩০ সেপ্টেম্বরে দিবসটি জাতীয় পর্যায়ে উদযাপনের লক্ষ্যে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উক্ত অনুষ্ঠানে আইডিএফ এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করেন জনাব আশরাফুল ইসলাম। এসময় জনাব ইসলাম কানাডিয়ান হাই কমিশনার জনাব - Benoit Prefontaine কে পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে আইডিএফ এর গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম/কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করেন। জনাব Benoit Prefontaine কানাডিয়ান হাই কমিশন ও আইডিএফ এর যৌথ উদ্যোগে নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবনমান উন্নয়নে ভবিষ্যতে বিভিন্ন কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ছবিতে কানাডিয়ান হাই কমিশনারের সাথে আইডিএফ প্রতিনিধি

দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধিকল্পে আইডিএফ (বাংলাদেশ) ও এনবিআই (নেপাল) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পারস্পরিক কৌশলগত জোট স্থাপন এবং মাইক্রোফাইন্যান্স সেক্টরে প্রশিক্ষণ, শিক্ষা এবং গবেষণা খাতে মানবসম্পদের উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে বিগত ১ আগস্ট, ২০২১ তারিখে নেপাল এর ব্যাংকিং একাডেমি "ন্যাশনাল ব্যাংকিং ইনস্টিটিউট লিমিটেড (এনবিআই)" ও বাংলাদেশ এর "ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)" এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এই সমঝোতা স্মারকের অধীনে আইডিএফ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের জন্য বিভিন্ন সার্টিফিকেট কোর্স ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে। এছাড়াও পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন কনফারেন্স, সেমিনার, কর্মশালা এবং এক্সপোজার ভিজিট আয়োজনে এনবিআই ও আইডিএফ একে অপরকে সহযোগিতা প্রদান করবে। সাংগঠনিক সক্ষমতা জোরদারকরণে উভয় পক্ষই স্ব স্ব পেশাগত দক্ষতা (যেমন: দক্ষ গবেষক ও প্রশিক্ষক) বিনিময় করবে। সমঝোতা স্মারকটিতে স্বাক্ষর করেন জনাব জহিরুল আলম, নির্বাহী পরিচালক, আইডিএফ এবং জনাব কুমার লামসাল, প্রধান নির্বাহী অফিসার, এনবিআই। আশা করা যায় এই সমঝোতা স্মারকটি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার একটি নতুন দ্বার উন্মোচন করবে।

কাওসার আলম ভূঁইয়ার বই

“পাহাড়ীদের উন্নয়নে আইডিএফ”

যখন যা কিছু দেখেন তা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার অনুসন্ধানী মনোভাবই কাওসার আলম ভূঁইয়াকে বাংলা সাহিত্যে কাজ করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। বেশ কিছু উপন্যাস, ছোট গল্প ও ভ্রমণ কাহিনীর রচয়িতা কাওসার আলম। তাঁর শেষ বই ‘দরোজার ওপারে দাঁড়িয়ে’ প্রকাশিত হয়েছে ২০২১ সালে। এর আগে ২০১৪ সালে প্রকাশিত তার বই ‘বিশ্বনবীর দেশে’ তাকে প্রচুর সুনাম এনে দিয়েছে। ব্যবস্থাপনা বিষয় এবং হিসাব বিজ্ঞান উভয় বিষয়েই স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী কাওসার আলম পেশাগত জীবন শুরু করেন শিক্ষকতা দিয়ে, পরে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সাথে যুক্ত থাকেন এক দশকেরও বেশি সময় ধরে। বর্তমানে তিনি কাজ করছেন আয়কর উপদেষ্টা হিসেবে একটি মফঃস্বল শহরে। বেসরকারি সংস্থায় কাজ করার এক পর্যায়ে তিনি কিছুদিন আইডিএফ এ কাজ করেছেন, তখনই লেখেন “পাহাড়িদের উন্নয়নে আইডিএফ”। বইটি প্রকাশিত হয় ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। বইটিতে পার্বত্য এলাকার দুর্গম অঞ্চল রামু উপজেলায় লেখকের এবং আইডিএফ এর কাজের কিছু অংশ বইটি থেকে তুলে ধরা হল।

হোটেল হিলটন এ আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা হোটেলে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে দুপুরের আহার সেরে নিলাম। এরিয়া ম্যানেজার ইসহাক সাহেব আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে ব্রিফিং করছেন। বিশেষ করে এ অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা। আমি লক্ষ্য করলাম, এ উপজেলায় কোন যান চলাচলের ব্যবস্থা নেই। নেই কোন রিকশা। এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাওয়ার একমাত্র পথ পায়ে হাটা। ছোট একটা বাজার আছে। উপজেলা সদরও অনেক ছোট পরিসরে। জনবসতি কম।

এরিয়া ম্যানেজার জনাব ইসহাকের নিকট হতে রুমা শাখার সার্বিক অবস্থা জানতে চাইলে তিনি জানান, এ শাখায় এপ্রিল/০৭ পর্যন্ত ২৮ টি কেন্দ্রে ১৪০ টি গ্রুপ রয়েছে। মোট সদস্য সংখ্যা ৬০৫ জন। এর মধ্যে ৫০০ই হচ্ছে পাহাড়ী আর বাঙালী মাত্র ১০০ এর কিছু বেশী। ঋণ স্থিতি রয়েছে প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে সদস্যদের জমাকৃত সঞ্চয় রয়েছে প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা। ম্যানেজারসহ তিনজন কর্মী এখানে সদস্যদের সার্বিক সেবা দিচ্ছেন।

জনাব ইসহাক এর এই উপস্থাপনাকে আমি বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করলাম মনে মনে। আমি এখনও হোটেল কক্ষে অবস্থান করছি। আমার সামনে চোখে দেখা যাচ্ছে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। সৃষ্টিকর্তার অপার মহিমা, আর প্রকৃতির সৌন্দর্যের মাঝে হারিয়ে ভাবতে লাগলাম এ অঞ্চলের জনগণের কথা।

অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রাপ্তি মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর অন্যতম। ‘মানুষ’ শব্দটিকে যদি আমরা সার্বিক হিসাবে ধরে থাকি তাহলে মানুষকে কোন ধর্ম-শ্রেণী-পেশা-গোত্র-অঞ্চল হিসাবে ভাগ করে চিন্তা করা যাবে না। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা বিষয়টিকে নিয়ে ভাবতে শুরু করলে এ ধারায় সমতলের প্রতিটি মানুষ, অন্য ধর্মের প্রতিটি মানুষ যে সুবিধা পাচ্ছে তাদেরও তা পেতে হবে। পাহাড়ীরা ব্যাপকভাবে দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। বাংলাদেশের অখন্ড জনগোষ্ঠী হিসাবে এ দারিদ্রতা পুরো দেশের জিডিপির উপর প্রভাব বিস্তার করে। আমি এমনটি বলছি না যে, সমতলের লোকজন অনেক ধনী। কিন্তু পাহাড়েও দারিদ্রতা কমিয়ে আনতে হবে। আর দারিদ্রতা কমিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন অধিক হারে উৎপাদন। আর অধিক হারে উৎপাদনের জন্য চাই সহযোগিতা। সহযোগিতা মানে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বা ঋণ সহযোগিতা।

ব্যাংক তার ঋণ দেওয়ার পূর্বশর্ত হিসাবে কোন জমি বা সম্পদ মর্টগেজ দেওয়ার বিধান চালু করলে গরীব মানুষ বিশেষ করে একান্নভুক্ত পরিবার সমস্যায় পড়ে যায়। তারা ব্যাংকের সহযোগিতা গ্রহণের জন্য কোনভাবেই নিজেদেরকে উপযুক্ত করতে পারছিল না। পাশাপাশি শুধু ঋণ গ্রহণই নয় পরিশোধেও ছিল সমস্যা। কারণ ব্যাংকের ঋণ বছর শেষে একবারে লাভসহ ফেরত দিতে হতো। এ সব প্রেক্ষাপটে অনিবার্যভাবেই ক্ষুদ্র ঋণের আবিষ্কার।

যতটুকু জানা যায়, বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলায় সর্বপ্রথম আইডিএফ ক্ষুদ্রঋণের সহযোগিতা নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ায়। শুধু রুমা কেন পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রায় প্রতিটি স্থানেই আইডিএফ প্রথম জাতীয়

‘...পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসী ও বাঙালী যারাই বসবাস করছে প্রকৃত-ই তারা সুবিধা বঞ্চিত। উন্নয়ন কাজই যখন করছি, তখন তাদের জন্য যদি কিছু করা যায়, এমনটাই ভাবছিলাম ছাত্রাবস্থা হতেই। দুর্গম পাহাড়ী জনপদে নাই রাস্তাঘাট, নাই ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা। যার কারণে নামীদামী উন্নয়ন সংস্থাগুলোও তাদের কাজ নিয়ে যাচ্ছিল না। তখনই আমি আইডিএফকে নিয়ে নব্বই এর শুরুতে তাদের ভাবনায় যুক্ত হলাম। আইডিএফকে নিয়ে সে এক বিশাল সংগ্রাম। আজ আইডিএফ পার্বত্য জনপদের প্রিয় অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন সংগঠনে পরিণত হয়েছে-এটা ভাবতে ভালো লাগে।’

-জহিরুল আলম

উন্নয়ন সংস্থা হিসাবে মানুষের কাছে দাঁড়ায়। তাইতো প্রতি জনে জনে, প্রতি মানুষের মুখে মুখে আইডিএফকে প্রতিফলিত হতে দেখি নিজস্ব সংস্থা হিসাবে। সদস্যদের কাছে শুনি অনেক দরদের কথা, অনেক ভাবনার কথা। ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রমে যখন ব্যাপক জনগোষ্ঠী উপকৃত হতে পারছিল না তখনই বিকল্প পথ খোঁজা হচ্ছিল। আর কর্মীদের এত পরিশ্রমের পরও দেখি উচ্চাশা আর মানুষের সহযোগিতা ও উন্নয়ন নিয়ে ভাবনা।

বারান্দায় এসব বিষয় নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমি জহিরুল আলম স্যারের ভাবনায় ঢুকে যাই। পাহাড়ীদের নিয়ে এত বেশী পরিকল্পনা কিভাবে করলেন তিনি। একবারও ভাবলেন না, আমার এ টাকা নষ্ট হতে পারে। পাহাড়ীরা এ টাকা ফেরত নাও দিতে পারে। তাদের থেকে তো কোন প্রকারের গ্যারান্টি রাখা হয় নি।এত পাহাড়, নদী পেরিয়ে এসে টাকা বিতরণ করে আবার তা আদায় করা। কিন্তু বাস্তবতা হল, রুমায় এ টাকা তারা নিয়েছে প্রায় ২ কোটিরও বেশি। ফেরত দিয়েছে ১ কোটি ৬৫ লাখের বেশি। এখন প্রমাণিত যে, তারা টাকা নিয়ে দেবে। জহিরুল আলমের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বৃথা যায় নি। বরং ফুলে ফুলে বিকশিত হয়ে উন্নয়নে যুক্ত হচ্ছে অবিরত।ব্যাংকের সাথে আইডিএফ তথা ক্ষুদ্র ঋণের পার্থক্য এখানেই। এ পার্থক্য আরো কাছে থেকে দেখতেই এবার আমার কেন্দ্রে যাওয়া। আগেই বলেছি রুমার একস্থান হতে আরেক স্থান যাওয়ার একমাত্র পথই হাটা। হাটতে শুরু করলাম।

আইডিএফ রুমা শাখার কেন্দ্র নং-৬/ম এর অবস্থান হাতিমাথা পাড়া। কেন্দ্রটি একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। সেই কেন্দ্র দেখতেই আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো। প্রায় ৩০ মিনিট পাহাড় বেয়ে পৌছাঁলাম কেন্দ্রে। পৌঁছার প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সমস্যার কথা নাইবা বললাম। শুধু এইটুকু ভাবলাম এই হচ্ছে উন্নয়ন সেবা, কতটা পরিশ্রম করে আমাদের কর্মীরা তাদের কাছে ঋণ তুলে দিচ্ছে আবার তা আদায় করে নিচ্ছে। আর যে সদস্যরা কখনোই ভাবতো না তাদের কিছু সঞ্চয় জমবে, তাদেরও এখন জনপ্রতি প্রায় ৩০০০/- টাকা জমা আছে। এর এ সঞ্চয়ও কর্মীবৃন্দ তাদের ঘর হতে এনে জমা দিয়েছে। সঞ্চয় জমানোর জন্য সদস্যাদের কোন কষ্ট করতে হয় নি।

কথা বললাম, মিনু মারমা, মাসুইও, উমিয়াচিং, খইনংপ্রু, আপুইমা, উচিমা, মিপুল ও ওয়াংচা এর সাথে। মাচাং ঘর। সেই মাচাং ঘরের বারান্দায় হলো সভা। আইডিএফ এর প্রতি তাদের আগ্রহ দেখে ভাবতে কোন বাধা রইল না আইডিএফ দীর্ঘজীবি হবে।

অনেক কথা হলো, ঋণ কেন তাদের প্রয়োজন হয়, না পেলে কি সমস্যা হতো, ঋণ পাওয়াতে কি ভালো হলো, এসব বিষয়ে বিস্তারিত জেনে ফিরবার পালা, ধান চাষ নিয়ে জানলাম গভীর ভাবে। জানলাম খাবার পানির জন্য প্রায় ১/২ কিলোমিটার হেটে পানি আনতে হয়। ফল ফলাদি বিক্রি তাদের আয়ের পথ তৈরী করে দেয়। তারা সুখী হতে চায়। তারা উন্নত জীবন উপভোগ করতে চায়।

কেন্দ্র হতে ফিরে আইডিএফ রুমা শাখায় আসলাম। হিসাব পদ্ধতিসহ বিভিন্ন অফিসিয়াল ডকুমেন্টস পরিদর্শন করে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম হতে উত্তীর্ণ হয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণীর গল্প শুনছিলাম।

আমি মনে করি এখানেই ক্ষুদ্র ঋণের সফলতা ফুটে উঠে। একজন সদস্যা ৮/১০ বছর পূর্বে ৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে যেখানে শুরু করল সেই সদস্যা এখন ২ লক্ষ টাকা ঋণ নিচ্ছে। সংস্থাও তাকে দেওয়ার উপযোগী মনে করছে। রেকর্ড হতে দেখা যায় ৮ বছরে তার ঋণ গ্রহণের মাত্রা বেড়েছে অত্যন্ত সফলতা ও ধীরে ধীরে। উন্নয়ন হয়েছে বলেই তার ঋণ সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৫০০০/-, ১০,০০০/-, ১৫,০০০/-, ২৫,০০০/-, ৫০,০০০/-, ১,০০,০০০/- এবং সর্বশেষে ১,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত সে উত্তোলন করেছে। এই যে ক্রমাগত উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি এটাই এ কার্যক্রমের সফলতার স্বাক্ষর বহন করে। আমি হেটে হেটে এমন ২/১ টি উদ্যোগী ঋণ দেখে রাতে হোটেলে ফিরলাম।

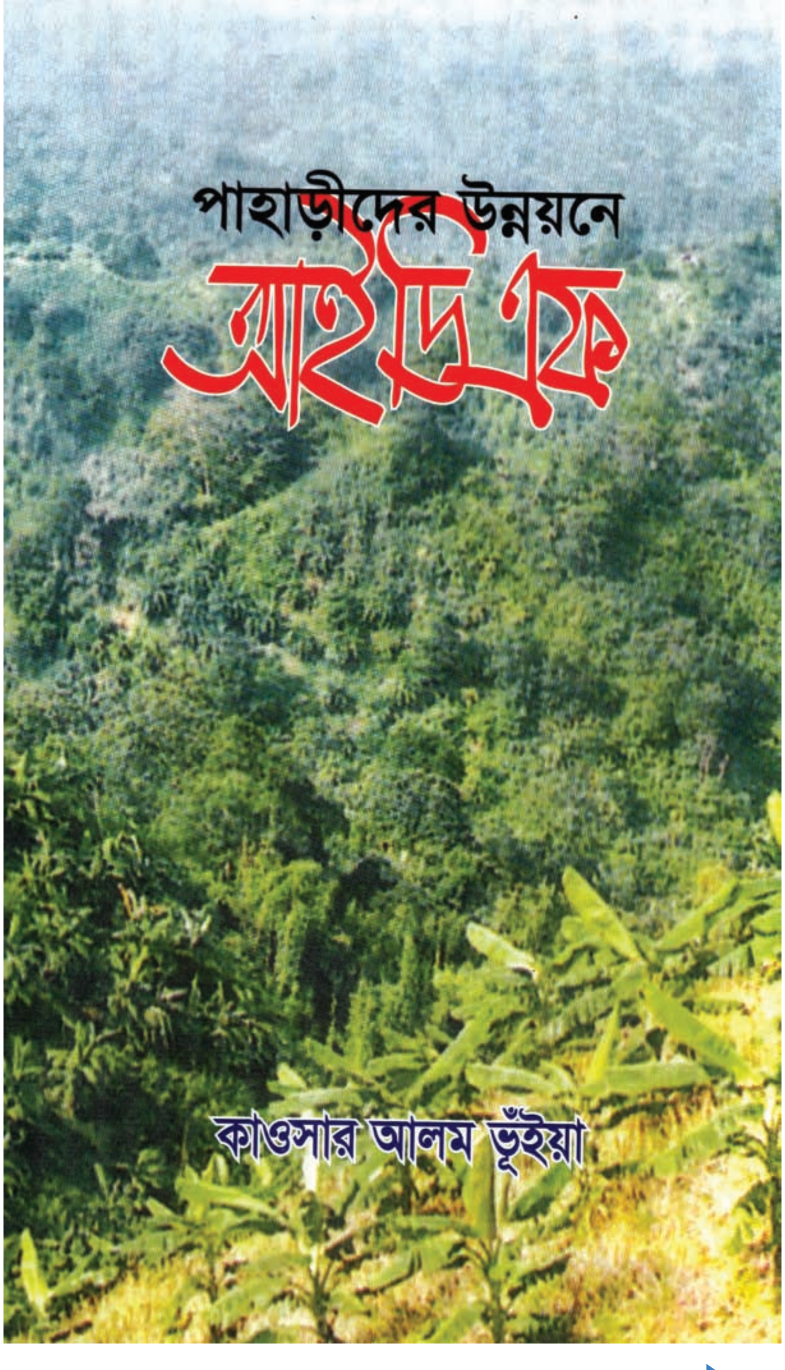

এক নজরে আইডিএফ এর কতিপয় কর্মসূচির অগ্রগতি জুলাই - ডিসেম্বর, ২০২১

১. ঋণ কর্মসূচি :

ক. ঋণ বিতরণ

ঋণের ধরণ	বিতরণ (জুলাই - ডিসেম্বর, ২০২১)		মোট জুন ২০২১ পর্যন্ত বিতরণ	
	টাকা (কোটি	%	টাকা (কোটি)	%
বুনিয়াদ/অতিদরিদ্র	০.৫৩	০.২৪	১৬.৪৩	০.৪৫
জাগরণ/RMC/UMC	৬২.৩২	২৮.৫১	২,০২৪.৭৫	৫৫.৯৯
অগ্রসর/ মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ	১০৩.১	৪৭.১৮	১,১২৪.১৩	৩১.০৯
সুফলন/মৌসুমী ঋণ	২৩.৩২	১০.৬৭	৩৫৫.৩	৯.৮৩
অন্যান্য	২৯.২৮	১৩.৪	৯৫.৪৮	২.৬৪
মোট	২১৮.৫৬	১০০	৩,৬১৬.১০	১০০

খ. সদস্য সংখ্যা

বিবরণ	সংখ্যা (জুলাই - ডিসেম্বর, ২০২১)	সংখ্যা (মোট ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)
ভর্তি	১৬৬৫৭	৫৭৩৪০৭
বাতিল	১২১৯৬	৪৭৪৪৭৮

বিবরণ	সংখ্যা
সদস্য সংখ্যা জুন ২০২১ পর্যন্ত	১১৪৪৬৮
মোট ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত	১১৮৯৩১

২. সদস্য সুরক্ষা কর্মসূচি

সুরক্ষাসমূহ	জুলাই - ডিসেম্বর, ২০২১			মোট ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত		
	সুবিধাপ্রাপ্ত/সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	%	সুবিধাপ্রাপ্ত/সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	%
মৃত্যজনিত (সদস্য/অভিভাবক)	১৮২	৫,৫০৮,৭৮৩	৮৯.৩৪	১১,৩৯৪	১১০,০৯৮,৭৮৩	৫৫.৯২
চিকিৎসাসেবা	১৫৭৫	৬০৬,৫৯৯	৯.৮৪	১২৭,৯৫০	৮১,১২৬,৫৯৯	৪১.২১
প্রকল্পঝুঁকি	৮	৪৯,৮১৯	০.৮২	৭০৬	৫,৬৩৯,৮১৯	২.৮৭
মোট	১৭৬৫	৬,১৬৫,২০১	১০০	১৪০,০৫০	১৯৬,৮৬৫,২০১	১০০

৩. স্বাস্থ্য কর্মসূচি

বিবরণ	জুলাই - ডিসেম্বর, ২০২১		মোট ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত	
	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)
স্ট্যাটিক ক্লিনিক	৫৮৮	২২৮৬ জন	৫০৬৬ টি	৪৭৩৭৩ জন
স্যাটেলাইট ক্লিনিক	৭৫০৬	৫৫০২৫ জন	৮০৪৫৭ টি	৭৮৯৯৯৬ জন
কাউন্সেলিং সেশন	৬৫৩৪	৭০৪৫৬ জন	৫৬৩৫৩ টি	৬২২৩৩২ জন
বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ	২২৮৬	২,৬৭,০৪২ টাকা	৪৭৩৭৩ জন	১,১৯,৬৮,০০৫/- টাকা
টেলিমেডিসিন	১১৩৮	৭৫০৬ জন	২২৩৪ টি	৩১৭৭৪ জন
গাইনী + মেডিসিন ক্যাম্প			৮৬ টি	২৮৯৪৯ জন
চক্ষু ক্যাম্প			২৪ টি	১২৩৫৪ জন

বাড়ি : ২০, এভিনিউ : ০২, ব্লক : ডি, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ | ফোন : + ৮৮০২-৫৫০৭৫৩৮০ | ওয়েভ : www.idf.org